যুগান্তর

তারিখ ... 22 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ কলাম ... ৭ ...

চবির ৭৭ শিক্ষকের বিরুদ্ধে কাজে যোগ না দেয়ার অভিযোগ

চবি প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা ছুটিতে গিয়ে ছুটির মেয়াদ পার হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেননি ৭৭ জন শিক্ষক। এসব শিক্ষকদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পাওনা টাকার পরিমাণ প্রায় তিন কোটি টাকা। কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েও এই পাওনা টাকা আদায় করতে পারছে না। জানা যায়, শিক্ষাছুটিসহ এসব ছুটিতে গিয়ে না ফেরা শিক্ষকদের মধ্যে বিজ্ঞান অনুষদের পদার্থবিদ্যা বিভাগেই রয়েছেন ১০ জন শিক্ষক। এ ছাড়া রসায়নে ছয়জন, গণিতে পাঁচজন, বনবিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পাঁচজন এবং পরিসংখ্যান বিভাগের চার, সামুদ্রিক বিজ্ঞান ও ফিশারিজ ইনস্টিটিউটে তিনজন এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের একজন শিক্ষক। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অধীনে সমাজতত্ত্বে নয়জন, অর্থনীতিতে আটজন, ইতিহাস, রাজনীতি বিজ্ঞানে পাঁচজন করে, লোকপ্রশাসনে তিনজন এবং যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের একজন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেননি। কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের অধীনে দর্শন বিভাগ ও ইংরেজিতে দুজন এবং বাংলা বিভাগের একজন শিক্ষক ছুটির মেয়াদ শেষ হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে আর ফিরে আসেননি। ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদে ব্যবস্থাপনায় তিনজন, মার্কেটিং স্টাডিজ বিভাগের একজন এবং হিসাববিজ্ঞান বিভাগের দুজন শিক্ষকও একইভাবে কাজে যোগ দেননি। সূত্র আরও জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি বিধির ৮'র ২ ধারা ভঙ্গ করায় কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে ৭৫ জন শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করেছে। অপর দুজন নিজ থেকেই অব্যাহতি নিয়েছেন। নিয়ম অনুসারে ছুটিতে থাকা শিক্ষকদের প্রথম তিন বছর বেতন ভাতা দেয়া হয়। তবে শর্তানুসারে তিন বছর পর ওই শিক্ষককে কর্মক্ষেত্রে যোগ দিতে হবে। আর না দিলে সমুদয় বেতন-ভাতা ফেরত দিতে হবে।

চাকরিচ্যুত ১০ জন শিক্ষক তাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা প্রায় ২৪ লাখ ১৫ হাজার ৩১৬ টাকা পরিশোধ করেছেন। অন্যদের কাছে বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ৯৬ লাখ ৯৪ হাজার ৬৭ টাকা পাওনা রয়েছে বলে সূত্র জানায়। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সফিউল আলম বলেন, ছুটি শেষে কর্মক্ষেত্রে যোগ না দেওয়া শিক্ষকদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের প্রক্রিয়া এগিয়েছে। এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। সম্পন্ন হতে সময় লাগবে। তবে অল্প সময়ের মধ্যে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে বলে জানান তিনি।